রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৯ সনের ২০ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ১৬, ২০১৯

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৩৯—২৫৪
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫১৭—৫৪৭
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৩৭৭—২৪০৮
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	২১
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ০১-০১-১৮—৩-১২-২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বাৎসরিক মহা-পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বাৎসরিক গ্রন্থ তালিকা।	১—৩

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ
পরিবীক্ষণ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০৭ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৭.০০.০০০০.০৯৭.০০.০০৭.২০১৬-২৫—অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Skills for Employment Investment Program (SEIP) শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে "দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে পূর্বে গঠিত কমিটির স্থলে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী নিম্নরূপে একটি সংশোধিত দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি (PEC) নির্দেশক্রমে গঠন করা হলো :

ক্রমিক	নাম/পদবি	কমিটিতে পদবি
১	২	৩
০১.	উপ-নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক (ফান্ড ম্যানেজমেন্ট), SEIP প্রকল্প, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন (১৬ তলা), ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।	সভাপতি
০২.	সহকারী নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক (প্রাইভেট-১), SEIP প্রকল্প, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন (১৬ তলা), ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০	সদস্য
০৩.	সহকারী নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক (পাবলিক-২), SEIP প্রকল্প, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন (১৬ তলা), ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০	সদস্য
০৪.	ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এর একজন মনোনীত কর্মকর্তা	সদস্য
০৫.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর উপ-প্রধান পর্যায়ের একজন মনোনীত কর্মকর্তা	সদস্য
০৬.	উপ-সচিব, পরিবীক্ষণ-১ অধিশাখা, সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়	সদস্য

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

১	২	৩
০৭.	জনাব মোঃ বদরুজ্জামান, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, SEIP প্রকল্প, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন (১৬ তলা), ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।	সদস্য
০৮.	সহকারী নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক, (এএফএম-৩), SEIP প্রকল্প, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন (১৬ তলা), ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।	সদস্য-সচিব

২। মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা এবং আবেদনপত্র, দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলের বিধান ও শর্তাদি অনুসরণক্রমে :

(ক) আবেদনপত্র, দরপত্র আগ্রহ ব্যক্তকরণ পত্র বা প্রস্তাব পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করবেন;

(খ) সুপারিশসহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন।

৩। উল্লেখ্য যে, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের অন্য সকল ক্রয় সংক্রান্ত মূল্যায়নে অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ০৭.০০.০০০০.০৯৭.০০.০০৭.২০১৬-১১, তারিখ : ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিঃ মূলে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বহাল থাকবে।

মোহাম্মদ ফিজনূর রহমান
উপসচিব।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ চৈত্র ১৪২৫/১১ এপ্রিল ২০১৯

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৪.১৭-২০২—কর্মসংস্থান ব্যাংক আইন ১৯৯৮ এর ১০(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকারের সাবেক সচিব কানিজ ফাতেমা, এনডিসি-কে ০৩ (তিন) বছরের জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ সিদ্দিকুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ : ৩১ মার্চ ২০১৯ খ্রিঃ

নং **বিচার-৭/২এন-০১/৮৯(অংশ-২)-১১২**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ নুরুয়াবি, পিতা-মোঃ আলিফ উদ্দিন, মাতা-শেরিনা বেগম, গ্রাম-মিরজাগঞ্জ, ডাকঘর-মিরজাগঞ্জ, উপজেলা-ডোমার, জেলা-নীলফামারী) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার ০৪ নং জোড়াবাড়ী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/স্থগিত করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ০৪ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ

নং **বিচার-৭/২এন-২৮/০৫-১১৮**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ সাহাদত হোসাইন, পিতা-আবু উছমান, মাতা-জাহানারা বেগম, গ্রাম-রায়পুরা পূর্বপাড়া, ডাকঘর-রায়পুরা, উপজেলা-রায়পুরা, জেলা-নরসিংদী) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নরসিংদী জেলার রায়পুরা পৌরসভার ১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/স্থগিত করিতে পারবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহ্‌মেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিচার শাখা-৬

আদেশাবলি

তারিখ : ১৯ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০৩ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **আর-৬/৭এন-০৪/২০১৯-১১৯**—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে গাজীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট

জনাব মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, পিতা-মরহুম হাজী মোঃ হুকুম আলী সরকার-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন নিয়োগ করিল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাহা উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ০৬ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২০ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **আর-৬/৭এন-১৩/২০১৯-১৪৪**—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আবুল হাশেম, পিতা-মরহুম ইসহাক মিয়া-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ০৭ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২১ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **আর-৬/৭এন-১০/২০১৯-১৪৫**—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে বাগেরহাট জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, পিতা-মরহুম সোনামদ্দিন খান-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **আর-৬/৭এন-১১/২০১৯-১৪৬**—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে গোপালগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ বজলুল হক হাওলাদার, পিতা-মরহুম দলিল উদ্দিন হাওলাদার-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন নিয়োগ করিল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহেল আহমেদ
উপ-সচিব (প্রশাসন-২)।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০৩ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **৫৭.০০.০০০০.০৫৩.০৪.০০২.১৮-২১৮**—কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তারাধীন মাইজদী টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (বিল্ডিং মেইনটেন্যান্স) জনাব মো: ওমর ফারুক গত ২৯-০৮-২০১৫ তারিখ থেকে ১৬-১২-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত মোট ৮৩৭ দিন অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এবং বিধি ৩(গ) অনুযায়ী 'পলায়ন' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং ০২/২০১৮ দায়ের করা হয়। অতঃপর বর্ণিত অভিযোগে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রস্তুত করে জনাব মোঃ ওমর ফারুক বরাবর প্রেরণ করা হয়। অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মোঃ ওমর ফারুক লিখিত বক্তব্য পেশ করে ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন। গত ১২-১১-২০১৮ তারিখে উক্ত বিভাগীয় মামলার ব্যক্তিগত শুনানীঅন্তে জনাব মোঃ ওমর ফারুক কর্তৃক দাখিলকৃত জবাব ও প্রমাণপত্রের সঠিকতা নিরূপণপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিবেদন দাখিল করেন।

০২। প্রতিবেদনের দেখা যায়, জনাব মোঃ ওমর ফারুক ১৭-১২-২০১৭ তারিখে কর্মস্থলে যোগদান করে সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করেছেন। ডাক্তারি সনদ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন এবং তার দাখিলকৃত ডাক্তারি সনদ সঠিক।

০৩। এমতাবস্থায়, যেহেতু জনাব মোঃ ওমর ফারুক গত ২৯-০৮-২০১৫ তারিখ থেকে ১৬-১২-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত মোট ৮৩৭ দিন মানসিক অসুস্থতার কারণে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। যেহেতু, তিনি বর্তমানে কর্মস্থলে যোগদান করে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল), বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ক) অনুযায়ী জনাব মোঃ ওমর ফারুক, জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (বিল্ডিং মেইনটেন্যান্স), মাইজদী টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ-কে ৮৩৭ দিনের অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করতঃ বিভাগীয় মামলার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

০৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আলমগীর
সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বিদ্যালয়-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ চৈত্র ১৪২৫/৩১ মার্চ ২০১৯

নং **৩৮.০০৮.০৩৪.০০.০০.০১০.২০১৪-২৩৪**—নওগাঁ জেলাধীন পত্নীতলা উপজেলার "ডাসনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়"-এর নাম পরিবর্তন করে "শহীদ সুরত আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়" নামকরণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাহানারা রহমান
উপসচিব।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০১ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং **২৪.০০.০০০০.১১৫.২২.০০৫.১৬(অংশ-১)-১১২**—বস্ত্র আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩৭ নং আইন) এর ১৪ ধারার ক্ষমতাবলে বায়িং হাউজের নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি, নিবন্ধন সনদ প্রদান, নিবন্ধন স্থগিত, বাতিল ও নবায়ন, ফি নির্ধারণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সরকার নিম্নরূপে নির্ধারণ করিল।

১। নিবন্ধক ঃ মহাপরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর, বায়িং হাউজ নিবন্ধকের দায়িত্ব পালন করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অধিদপ্তরের অন্য কোন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে বায়িং হাউজের নিবন্ধকের ক্ষমতা অর্পন করিতে পারিবে।

২। নিবন্ধন আবেদন পদ্ধতি :

(১) বস্ত্র অধিদপ্তর, নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির জন্য নিম্নলিখিত কাগজ পত্রাদিসহ নির্ধারিত ফরম-এ মহাপরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর বরাবর আবেদন করিবেন-

(ক) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স এর সত্যায়িত কপি।

(খ) হালনাগাদ আয়কর সনদের সত্যায়িত কপি।

(গ) লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশনসহ মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের কপি, অংশীদারি প্রতিষ্ঠান হলে অংশীদারি চুক্তিপত্র এর কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(ঘ) সম্ভাব্য বাৎসরিক টার্নওভার।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক সংগঠনের সদস্য পদের সনদ পত্রের সত্যায়িত কপি।

(চ) নিবন্ধন ফি বাবদ মহাপরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবর ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার।

(ছ) ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক সচ্ছলতা সনদ।

(২) প্রয়োজনের নিবন্ধক, উপ-অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত প্রধান প্রধান কাগজ পত্রাদির আংশিক প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সাময়িক নিবন্ধন সনদ প্রদান করিতে পারিবেন। তবে সাময়িক সনদ ইস্যুর ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে উপ-অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত সকল কাগজপত্র যথাযথভাবে সরবরাহ করিতে হইবে, অন্যথায় সাময়িক নিবন্ধন সনদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। কোন বায়িং হাউজ এর অনুকূলে একবারের বেশি সাময়িক সনদ ইস্যু করা যাইবে না।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ ১ এর কাগজপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে ও প্রয়োজনে পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে নিবন্ধক, ৬০ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবেন। নিবন্ধন সনদের মেয়াদ হইবে ০৩ (তিন) বছর।

(৪) যথাযথ পদ্ধতিতে আবেদন ও প্রয়োজনীয় দলিলপত্র দাখিলের পরেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তিতে অহেতুক বিলম্ব ঘটিলে আবেদনকারী সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বরাবরে অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবে।

(৫) নিবন্ধক, নিবন্ধন সনদ প্রদানকালে নিম্নরূপ শর্তাবলিসহ প্রয়োজনীয়তার নিরিখে অন্যান্য শর্তাবলি আরোপ করিয়া নিবন্ধন সনদ জারি করিতে পারিবেন :

(ক) এই নিবন্ধন সনদ সংশ্লিষ্ট বায়িং হাউজকে বিধিভুক্ত কোন দায় হইতে মুক্তি প্রদান করিবে না। কোন শর্ত ভঙ্গ বা কোন বিধি প্রতিপালন না করিবার ফলে কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে সে বিষয়ে বায়িং হাউজ কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন।

(খ) বায়িং হাউজ বাস্তবায়নের জাতীয়/আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নীকারী কোন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে এই নিবন্ধন সনদের কোন সম্পৃক্ততা থাকিবে না।

(গ) বায়িং হাউজের মালিকানা অথবা ঠিকানার পরিবর্তন হইলে তাৎক্ষণিকভাবে বস্ত্র অধিদপ্তর-কে অবহিত করিতে হইবে।

(ঘ) সরকারি কাজে জরিপসহ যে কোন পরিদর্শন বা তথ্য সংগ্রহকালে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করিতে হইবে।

(ঙ) বস্ত্র অধিদপ্তরের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রাপ্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধাদি বস্ত্র অধিদপ্তরকে অবহিত করিতে হইবে।

(চ) অত্র অধিদপ্তরের যে কোন কর্মকর্তা ও পরিদর্শক যে কোন সময়ে প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(ছ) বস্ত্র অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত টেক্সটাইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইন্টার্নশীপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(জ) বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ প্রতিপালন করিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই শিশু শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া যাইবে না।

(ঝ) সম্ভাব্য দুর্ঘটনারোধকল্পে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঞ) প্রতিষ্ঠানগুলিতে ডে-কেয়ার সুবিধা, মাতৃত্বকালীন সময়ে ছুটির সুবিধা, স্বল্প আয়ের মহিলা কর্মচারীদের জন্য প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি স্বল্প ব্যয়ে নিরাপদ আবাসন সুবিধা প্রদান এবং প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে মহিলা কর্মীদের সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য মজুরী ও অন্যান্য ভাতা প্রদান, সমতা বিধান, স্বল্প খরচে খাবারের ক্যান্টিন সুবিধা, পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের মাঝে কাজের শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে।

৩। নিবন্ধন নবায়ন :

(১) নিবন্ধন গ্রহীতা নিবন্ধন সনদের মেয়াদ উত্তীর্ণের ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে নবায়নের জন্য নিম্নলিখিত কাগজ পত্রাদিসহ নির্ধারিত ফরমে মহাপরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর বরাবর আবেদন করিবেন;

(ক) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স এর সত্যায়িত কপি।

(খ) হালনাগাদ আয়কর সনদের সত্যায়িত কপি।

(গ) সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক সংগঠনের সদস্যপদের সনদ পত্রের সত্যায়িত কপি।

(ঘ) বিগত এক বছরের রপ্তানি বিবরণীর কপি।

(ঙ) নিবন্ধন নবায়ন ফি বাবদ মহাপরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা বরাররে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ ১ এর কাগজপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে ও প্রয়োজনে পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে নিবন্ধক ৩০ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সনদ ৩ (তিন) বছরের জন্য নবায়ন করিবেন।

৪। নিবন্ধন সনদ বাতিল/স্থগিত ইত্যাদি :

(১) নিবন্ধন গ্রহীতা নিবন্ধন নবায়ন না করিলে অথবা নিবন্ধন সনদে উল্লিখিত কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে অথবা নিবন্ধন প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ভুল অথবা অসত্য তথ্য প্রদান করিলে অথবা জাল নিবন্ধন সনদ দাখিল করিলে অথবা নিবন্ধন গ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ ১ এর নোটিশ মোতাবেক নিবন্ধন গ্রহীতা, নিবন্ধক বরাবর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে জবাব দাখিল করিবেন।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ ২ এর জবাব-

(ক) সন্তোষজনক না হইলে, নিবন্ধক, নিবন্ধন সনদ স্থগিত, ক্ষেত্রমতে বাতিল করিতে পারিবেন।

(খ) ৩(ক) মোতাবেক সনদের কার্যকারিতা স্থগিত অথবা সনদ বাতিল করা হইলে, পরবর্তীতে সন্তোষজনক জবাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে নিবন্ধক, নিবন্ধন সনদ স্থগিত বা বাতিল আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

৫। প্রতিবন্ধকতা নিরসন :

(১) বায়িং হাউজের আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রমে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইলে বা সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিলে, মহাপরিচালক প্রয়োজনে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক সংগঠনের সাথে উক্ত প্রতিবন্ধকতা নিরসনে সভার আয়োজন করিতে বা লিখিত মতামত প্রদান করিতে বা ক্ষেত্রমত অফিস আদেশ জারি করিতে পারিবেন।

৬। আপীল :

(১) এই প্রজ্ঞাপনের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি বা নিবন্ধন গ্রহীতা সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্তরূপ আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণলয় বরাবর আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ ১ এর অধীন আপীল দায়ের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে এতদ্‌বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত বিষয়ে সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। শাস্তি :

(১) পোষক কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন ব্যতীত কেহ বায়িং হাউজ পরিচালনা করিলে, সরকার যথোপযুক্ত আইনের অধীনের শাস্তি আরোপ করিতে পারিবে।

(২) কোন বায়িং হাউজ জাল নিবন্ধন সনদ তৈরি, প্রদর্শন ও ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করিলে তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়েরসহ প্রয়োজনমত অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা, বস্ত্র অধিদপ্তর গ্রহণ করিতে পারিবে।

৮। অবহিতকরণ :

(১) সৌজন্যতামূলক কার্যক্রম হিসাবে পোষক কর্তৃপক্ষ নিবন্ধিত বায়িং হাউজসমূহের নবায়ন কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য মেয়াদ উত্তীর্ণের ৪ মাস পূর্বে অনুরোধপত্র প্রেরণ করিতে পারিবে।

(২) বস্ত্র অধিদপ্তর, দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে নিবন্ধিত, নিবন্ধনের জন্য আবেদিত এবং নবায়নের জন্য আবেদিত বায়িং হাউজসমূহের তালিকা নিয়মিত প্রকাশ করিবে এবং তা সর্বদা হালনাগাদ করিবে।

৯। **জনস্বার্থ :**

অনুচ্ছেদ ০১ হইতে ০৮ এ, যাহাই বলা থাকুক না কেন, বস্ত্র অধিদপ্তর বস্ত্র খাতের স্বার্থে স্বচ্ছতা, যৌক্তিকতা, সমতা ও ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিতকল্পে সরকারের পূর্বানমোদনক্রমে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার নাজনীন
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ চৈত্র ১৪২৫/০৭ এপ্রিল ২০১৯

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০১৯.১৮-১৫**—যেহেতু, ড. একেএম ইকবাল হোসেন (বিপি-৭৫০১০৮১৮৮৮), সাবেক পুলিশ সুপার, কক্সবাজার, বর্তমানে পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, রাজশাহী রিজিয়ন এর বিরুদ্ধে টেকনাফ থানার মামলা নং-৩০, তারিখ : ২৮-০৯-২০১৭ এ উদ্ধারকৃত আনুমানিক ১০(দশ) লক্ষ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটকে ১০(দশ) হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার/জব্দ দেখিয়ে মামলা রুজু এবং বাকী ইয়াবা আত্মসাৎ এর ঘটনায় পুলিশ সুপার হিসেবে যথাযথ পদক্ষেপ না নেয়া, মামলাটি চাঞ্চল্যকর, মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারিত ও আলোচিত হলেও পুলিশ সুপার হিসেবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তদন্তকালে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানে বিরত থাকা এবং অবৈধভাবে লাভবান হয়ে তদন্তে ত্রুটিসমূহ গোপন রেখে ও সংশোধনের কোন উদ্যোগ না নিয়ে অভিযোগপত্র দাখিলের আদেশ প্রদানের অপরাধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক ও ৩(খ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অদক্ষতা' ও 'অসদাচারণ' এর অভিযোগে এ বিভাগের গত ১০-১২-২০১৮ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০১৯.১৮-৪৮ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্তকর্তা গত ১৭-১২-২০১৮ তারিখ কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন;

০২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ১৯-০২-২০১৯ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানি এবং লিখিত জবাবে তিনি জানান যে, ১০ লক্ষ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হলেও ১০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার/জব্দ দেখিয়ে মামলা রুজু এবং বাকী ইয়াবা আত্মসাৎ করা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ বা তথ্য তখন কেউ তাকে অবহিত করেন নি। উপস্থিত সাক্ষীদের নাম বা ঠিকানা যথাসময়ে প্রদান করা হয় নি বা তার তদারকিকালে অনুরূপ কোন সাক্ষী হাজির হয়ে কোন প্রকার তথ্য প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়ায় কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। একজন নবীন কর্মকর্তা হিসেবে তিনি অর্পিত দায়িত্ব কর্তব্যে কোন প্রকার অবহেলা করেন নি দাবি করে অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১০ লক্ষ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট আটক ও মামলা রুজুর সাথে সরাসরি জড়িত না থাকলেও তার নির্দেশনামতেই মামলা রুজু ও মামলার নথিপত্র তৈরী করা হয়। উক্ত জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে আটককৃত ইয়াবার তথ্য পত্র পত্রিকায় বহুল প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও তার অধীনস্তদের সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান ও মামলা যথাযথভাবে তদন্ত করা হচ্ছে কিনা তা তদারকি করা পুলিশ রেগুলেশনস, ১৯৪৩ অনুযায়ী তার দায়িত্ব ছিল। তদারককারী কর্মকর্তা হিসেবে তিনি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন নি। সার্বিক বিষয়াদি পর্যলোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি মোতাবেক আনীত "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে;

০৪। সেহেতু, অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় এবং সার্বিক পর্যালেচনায় ড. একেএম ইকবাল হোসেন-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক ও ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালা ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক "তিরস্কার" লঘুদন্ড প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত হবে]

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ চৈত্র ১৪২৫/৩১ মার্চ ২০১৯

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৩১.১৮-৪৫**—যেহেতু, জনাব কামরুল হাসান (বিপি নং-৬৪৯৪০০৬১৪১), সাবেক নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ (এসএমপি), সিলেট শারীরিক অসুস্থতার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা গ্রহণের নিমিত্ত গত ১৮-১০-২০১২ তারিখ ৪২ (বিয়াল্লিশ) দিনের বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। ছুটি ভোগ শেষে গত ৩০-১১-২০১২ তারিখ কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ সময় তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কোন তথ্য না থাকায় গত ১৫-০১-২০১৪ তারিখ তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি উক্ত কারণ দর্শানোর কোন জবাব দাখিল না করায় পুলিশ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর ৯০৭, তারিখ : ১৩-০৮-২০১৪ মূলে "ডিজারশন" এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর ৩৯/২০১৪ রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে কোন লিখিত জবাব না পাওয়ায় এবং দীর্ঘ সময় তিনি কর্মস্থলে যোগদান না করায় গত ২৫-১০-২০১৫ তারিখ জনাব সুজ্ঞান চাকমা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সিলেট-কে বিভাগীয় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগ পুলিশ বাহিনী শৃঙ্খলা পরিপন্থি এবং গুরুতর প্রকৃতির হওয়ায় পুলিশ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর ১০১০ তারিখ : ২৯-০৮-২০১৭ মূলে এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল মোঃ মোখলেসুর রহমান, বিপিএম(বার), পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি নং ৪(৩)(ডি) মোতাবেক কেন তাকে চাকরি হতে বরখাস্ত করা হবে না তার কারণ দর্শিয়ে লিখিত জবাব প্রেরণের জন্য এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানীতে উপস্থিত হতে ইচ্ছুক কিনা তা জানাতে বলা হয়;

০৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়ের পরে গত ১৫-১০-২০১৭ তারিখে শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিশ্রামে আছে জানিয়ে দেশে ফেরত না আসা পর্যন্ত চাকরি হতে তাকে বরখাস্ত না করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র হতে ডাকযোগে লিখিত জবাব দাখিল করেন। প্রস্তাবিত সাজা পরিবর্তনের যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে গুরুদন্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর মতামত চাওয়া হয়;

০৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে গুরুদন্ড হিসেবে চাকরি হতে বরখাস্ত করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সাথে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করলে পুলিশ অধিদপ্তরের গত ১০-০৫-২০১৮ তারিখের আদেশে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক তাকে "চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হয়;

০৫। যেহেতু, জনাব কামরুল হাসান প্রদত্ত দন্ডাদেশ বাতিল করে তার অতিবাসকালীন সময়কাল মেডিকেল গ্রাউন্ডে ছুটি মঞ্জুর করার জন্য আপিল আবেদন করেন। আপিল আবেদন পর্যলোচনায় দেখা যায়, দন্ডপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিনানুমতিতে ৩০-১১-২০১২ তারিখ হতে ১৬-০১-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত মোট ০৫ বছর ০১ মাস ১৭ দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় বিএসআর পার্ট-১ এর ৩৪ বিধিমতে তার চাকরিতে থাকার আর কোন সুযোগ নেই। কিন্তু দন্ড প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাকে "চাকরি হতে বরখাস্ত" করা হয়। আপিল আবেদনটি বিবেচনায় দেখা যায় শারীরিক অসুস্থতার কারণে চিকিৎসা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তার অনুকূলে ৪২ (বিয়াল্লিশ) দিনের বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং তিনি দেশের বাইরে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন;

০৬। সেহেতু, উপর্যুক্ত বিষয়াদি ও মানবিক বিবেচনায় আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে জনাব কামরুল হাসানকে প্রদত্ত চাকরি থেকে (Dismissal from Service)" গুরুদন্ড হ্রাসপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(খ) বিধি মোতাবেক তাকে চাকরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসর" গুরুদন্ড প্রদান করা হলো। তার অনুনোমোদিত অনুপস্থিতকালকে "বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি" হিসেবে গণ্য করা হলো।

০৭। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৪ চৈত্র ১৪২৫/২৮ মার্চ ২০১৯

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-২৫৮**—নীলফামারী জেলার সদর থানার মামলা নং-২৯, তারিখ : ২৮-০৯-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশি তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার ও জনগণের সম্পত্তি ক্ষতিসাধন, সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার ষড়যন্ত্র ও প্রস্তুতি গ্রহণের অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-২৫৯**—নীলফামারী জেলার ডিমলা থানার মামলা নং-১৭, তারিখ : ১৭-০৮-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশি তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করাসহ বিভিন্ন ধরনের নাশকতামূলক কার্য পরিচালনা করার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-২৬০**—নীলফামারী জেলার ডিমলা থানার মামলা নং-১৫, তারিখ : ২৭-০৯-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশি তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা, জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করাসহ জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার ও জনগণের সম্পত্তি ক্ষতিসাধনের জন্য গোপন বৈঠকে মিলিত হওয়ার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-২৬১**—নীলফামারী জেলার ডোমার থানার মামলা নং-০৮, তারিখ : ১২-০৯-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশি তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সরকারি ও মালিকানাধীন সম্পতির ক্ষতিসাধন ও সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য ষড়যন্ত্রমূলক প্রস্তুতি গ্রহণ ও জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টির লক্ষ্যে গোপণভাবে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১০.১৯-২৬২**—কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার মামলা নং-১০, তারিখ : ১০-০৩-২০১৪ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশি তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করে নির্বাচনি অফিস ভাংচুর করে ক্ষতিসাধন ও সহায়তা করার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১০.১৯-২৬৩**—নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর থানার মামলা নং-০৯, তারিখ : ১০-০৪-২০১৭ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশি তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনকে (জেএমবি) সমর্থন ও সদস্য হয়ে উক্ত সংগঠনকে চাঁদা প্রদানের অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

২৪ চৈত্র ১৪২৫/০৭ এপ্রিল ২০১৯

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৪.১৮-২৯০**—কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ মডেল থানার মামলা নং-০৩, তারিখ : ০১-০৪-২০১৭ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশি তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নাশকতা সংগঠন করত জঙ্গি সন্ত্রাসী কার্য সংগঠনের অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৪.১৮-২৯১**—ঝিনাইদহ জেলার সদর থানার মামলা নং-৩৫, তারিখ : ১৮-০৫-২০১৭ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশি তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে জঙ্গি কার্যক্রম সংগঠনের উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি/বোমা মজুদ রেখে জনগণের মধ্যে আতংক সৃষ্টি ও প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৪.১৮-২৯২**—ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার মামলা নং-০৩, তারিখ : ০২-০৬-২০১৬ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশি তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সরকার বিরোধী সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য সমবেত হওয়া ও লিফলেট, বই এবং বোমা নিজ হেফাজতে রাখার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দিলরুবা খাতুন
সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৫ মার্চ ২০১৯ খ্রিঃ

নং **৪৫.১৫৫.১১৪.০০.০০.০০৯.২০১৫-১৫৭**—হাসপাতালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা সেবারমান উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলা হাসপাতালসমূহে সরকার নিম্নরূপভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটি পুনর্গঠন করলেন :

উপজেলা হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি :

১।	সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য	:	সভাপতি
২।	সংশ্লিষ্ট উপজেলার (যদি থাকেন) সংরক্ষিত মহিলা আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য	:	সহ-সভাপতি
৩।	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	:	সহ-সভাপতি
৪।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	:	সদস্য
৫।	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	:	সদস্য
৬।	থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য
৭।	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	:	সদস্য
৮।	আবাসিক মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	:	সদস্য
৯।	মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ)	:	সদস্য
১০।	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	:	সদস্য
১১।	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের একজন প্রতিনিধি	:	সদস্য
১২।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (মহিলা চেয়ারম্যান অগ্রাধিকার)	:	সদস্য
১৩।	একজন এন.জি.ও. প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৪।	সভাপতি, প্রেস ক্লাব (যদি থাকে)	:	সদস্য
১৫।	একজন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৬।	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	:	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি

১। কমিটির সভাপতির অনুমতি সাপেক্ষে সদস্য-সচিব সভা আহ্বান করবেন।

২। সভাপতির অবর্তমানে বা তাঁর অনুমতিক্রমে সহ-সভাপতি/জ্যেষ্ঠ কোন সদস্য এ কমিটির সভা পরিচালনা করতে পারবেন।

৩। কমিটি মাসে ন্যূনতম একবার আলোচনায় মিলিত হবেন।

৪। কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে, তবে তার সংখ্যা কোনভাবেই তিন জনের বেশী হবে না। কমিটিতে মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টা করতে হবে।

৫। মূল কমিটির ন্যূনতম সাতজনের উপস্থিতিতে কমিটির কোরাম পূর্ণ হবে।

৬। কমিটি হাসপাতালের সকল চিকিৎসক ও কর্মচারীদের হাসপাতালে উপস্থিতি, কর্মকালীন সময়ে অবস্থান এবং দায়িত্ব পালন পরিবীক্ষণ করবেন।

৭। কমিটি হাসপাতালের পরিষ্কার/পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং কর্ম পরিবেশ উন্নতকরণে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৮। কমিটি হাসপাতালের অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা জোরদার করবেন এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৯। কমিটি উপজেলা হাসপাতাল হতে প্রদত্ত সেবার (নিরাময় ও প্রতিষেধক) পরিমাণগত ও গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। বিশেষত বীর মুক্তিযোদ্ধা, হতদরিদ্র, মহিলা ও শিশু, বৃদ্ধ ও সুবিধা বঞ্চিতদের সেবা সুনিশ্চিত করবে।

১০। কমিটি স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণ, রক্ষণ ও ব্যবহার করতে পারবেন। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্ধকৃত সম্পদের (মানব সম্পদ, ঔষধ, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, স্থাপনা ইত্যাদি) সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

১১। কমিটি সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের অনুমোদিত বাজেট এর মধ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১২। কমিটি প্রয়োজনবোধে বিশেষ দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কমিটির অন্তর্ভুক্ত/বাইরের ব্যক্তির সমন্বয়ে উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে।

১৩। উপজেলা ও তার নিম্নস্তরের চিকিৎসা/স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়সাধন, পরিবীক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ করবে।

১৪। কমিটি হাসপাতালে রোগী সেবায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সচল রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৫। কমিটি সরকারি অর্থায়নে সরবরাহকৃত ঔষধ যথাযথভাবে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.১৫৫.১১৪.০০.০০.০০৯.২০১৫-১৫৮—হাসপাতালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা সেবারমান উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা হাসপাতালসমূহে সরকার নিম্নরূপভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটি পূনর্গঠন করলেন :

জেলা সদর/জেনারেল হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি :

১।	সংশ্লিষ্ট জেলার জ্যেষ্ঠ মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী বা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য	:	সভাপতি
২।	সংশ্লিষ্ট জেলার (যদি থাকে) সংরক্ষিত মহিলা আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য	:	সহ-সভাপতি
৩।	জেলা প্রশাসক	:	সদস্য
৪।	পুলিশ সুপার	:	সদস্য
৫।	মেয়র, সদর পৌরসভা	:	সদস্য
৬।	সিভিল সার্জন	:	সদস্য
৭।	উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা	:	সদস্য
৮।	উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা বিভাগ	:	সদস্য
৯।	পৌরসভা কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা কাউন্সিলর	:	সদস্য
১০।	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, প্রেস ক্লাব	:	সদস্য
১১।	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, স্থানীয় বিএমএ	:	সদস্য
১২।	জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের একজন প্রতিনিধি	:	সদস্য
১৩।	সেবিকা প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে মনোনীত)	:	সদস্য
১৪।	তত্ত্বাবধায়ক, সদর/জেনারেল হাসপাতাল	:	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি

১। কমিটির সভাপতির অনুমতি সাপেক্ষে সদস্য-সচিব সভা আহ্বান করবেন।

২। সভাপতির অবর্তমানে বা তাঁর অনুমতিক্রমে সহ-সভাপতি/জ্যেষ্ঠ কোন সদস্য এ কমিটির সভা পরিচালনা করতে পারবেন।

৩। কমিটি ন্যূনতম প্রতিমাসে একবার আলোচনায় মিলিত হবেন।

৪। কোন যুক্তি সংগত কারণ ব্যতিরেকে কোন সদস্য পর পর তিনবার অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৫। কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে, তবে তার সংখ্যা কোনভাবেই তিন জনের বেশী হবে না। কমিটিতে মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টা করতে হবে।

৬। কমিটির সভায় ন্যূনতম মূল কমিটির সাতজন উপস্থিত থাকতে হবে।

৭। কমিটি হাসপাতালের সকল চিকিৎসক ও কর্মচারীদের হাসপাতালে উপস্থিতি, কর্মকালীন সময়ে অবস্থান এবং দায়িত্ব পালন পরিবীক্ষণ করবেন।

৮। কমিটি হাসপাতালের পরিষ্কার/পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং কর্ম পরিবেশ উন্নতকরণে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯। কমিটি হাসপাতালের অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা জোরদার করবেন এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১০। কমিটি জেলা হাসপাতাল হতে প্রদত্ত সেবার (নিরাময় ও প্রতিষেধক) পরিমাণগত ও গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। বিশেষত বীর মুক্তিযোদ্ধা, হতদরিদ্র, মহিলা ও শিশু, বৃদ্ধ ও সুবিধা বঞ্চিতদের সেবা সুনিশ্চিত করবেন।

১১। কমিটি স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণ, রক্ষণ ও ব্যবহার করতে পারবেন। সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত সম্পদের (মানব সম্পদ, ঔষধ, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, স্থাপনা ইত্যাদি) সুষ্ঠু ব্যবহার সুনিশ্চিত করবেন।

১২। কমিটি সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের অনুমোদিত বাজেট এর মধ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

১৩। কমিটি প্রয়োজনবোধে বিশেষ দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কমিটির অন্তর্ভুক্ত/বাইরের ব্যক্তির সমন্বয়ে উপ-কমিটি গঠন করতে পারবেন।

১৪। জেলা পর্যায়ে চিকিৎসা/স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়সাধন করবেন।

১৫। কমিটি হাসপাতালে রোগী সেবায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সচল রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৬। কমিটি সরকারি অর্থায়নে সরবরাহকৃত ঔষধ যথাযথভাবে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবু রায়হান মিঞা
উপসচিব।

জনস্বাস্থ্য-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৮ মার্চ ২০১৯ খ্রিঃ

নং **৪৫.০০.০০০০.১৭১.০৬.০০১.১০(অংশ-২)-১৫৮**—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২২-০৯-২০১৫ তারিখের ৪৫.১৬১.০০৬.০১.০০.০০১-৪৩২ নং প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

(ক) বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের গঠন :

১.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	:	সভাপতি
২.	মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	:	সহ-সভাপতি
৩.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৪.	মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৫.	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৬.	মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৭.	মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৮.	মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৯.	মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১০.	মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১১.	প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১২.	প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৩.	মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	:	সদস্য
১৪.	সিনিয়র সচিব/সচিব, অর্থ বিভাগ	:	সদস্য
১৫.	সিনিয়র সচিব/সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৬.	সিনিয়র সচিব/সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৭.	সিনিয়র সচিব/সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৮.	সিনিয়র সচিব/সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
১৯.	সিনিয়র সচিব/সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
২০.	সিনিয়র সচিব/সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
২১.	সিনিয়র সচিব/সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
২২.	সিনিয়র সচিব/সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য

২৩.	সিনিয়র সচিব/সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
২৪.	সিনিয়র সচিব/সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য-সচিব
২৫.	সিনিয়র সচিব/সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
২৬.	সদস্য, আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	:	সদস্য
২৭.	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	:	সদস্য
২৮.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা কাউন্সিল	:	সদস্য
২৯.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিল	:	সদস্য
৩০.	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	:	সদস্য
৩১.	মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	:	সদস্য
৩২.	বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ এর স্থায়ী কারিগরি কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব	:	সদস্য
৩৩.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটি	:	সদস্য
৩৪.	পরিচালক, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, ঢাকা	:	সদস্য
৩৫.	পরিচালক, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট (INFS) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	:	সদস্য
৩৬.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা	:	সদস্য
৩৭.	পুষ্টি পরিষদ এর স্থায়ী কারিগরি কমিটি কর্তৃক মনোনীত পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ৩ (তিন) জন	:	সদস্য

(খ) কার্যপরিধি :

১. জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান।

২. জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতির আলোকে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সির পুষ্টি কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।

৩. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সির পুষ্টি কার্যক্রমের ও অন্যান্য কর্মসূচিতে সমন্বয় সাধন।

৪. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সির পুষ্টি কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং ফলাফল পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।

৫. পুষ্টি পরিষদ প্রতি ৬ মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক স্থিরীকৃত হবে।

৬. সভাপতি প্রয়োজনবোধে যে কোনো সময় পুষ্টি পরিষদের বিশেষ সভা আহ্বান করতে পারেন।

৭. ন্যূনতম একতৃতীয়াংশ সদস্য সমন্বয়ে পুষ্টি পরিষদের সভার কোরাম গঠিত হবে।

৮. সভাপতি পুষ্টি পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার
যুগ্মসচিব।

শৃঙ্খলা অধিশাখা

আদেশ

তারিখ : ২৪ মার্চ ২০১৯ খ্রিঃ

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯১.২০১৮-২০৯**—যেহেতু ডাঃ হুমায়রা আকতার (১৩৫০৮৭), ইনডোর মেডিকেল অফিসার, ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জারী বিভাগ, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতাল মিরপুর, ঢাকা গত ১৬-০৩-২০১৮ খ্রিঃ হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ২৯-১১-২০১৮ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯১.২০১৮-৪৪১ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার জবাব পরীক্ষান্তে বিধান অনুযায়ী তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

ডাঃ হুমায়রা আকতার (১৩৫০৮৭) তার ও তার মেয়ের শারীরিক অসুস্থতার কথা উল্লেখ করেন এবং এর স্বপক্ষে তিনি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি দাখিল করেছেন;

সেহেতু, ডাঃ হুমায়রা আকতার (১৩৫০৮৭), ইনডোর মেডিকেল অফিসার, ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জারী বিভাগ, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতাল, মিরপুর, ঢাকার কারণ দর্শানোর জবাব ও কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদত্ত ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল), ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। তার অনুপস্থিতকালীন সময়কে ১৬-০৩-২০১৮ হতে ০৫-০৩-২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে কোনো বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব।

আদেশাবলি

তারিখ : ২৪ মার্চ ২০১৯ খ্রিঃ

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৭.২০১৯-২১১**—যেহেতু, ডাঃ মোঃ আল-আমিন মিয়াজী (১৩২৩২২), মেডিকেল অফিসার, ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল, মাগুরা গত ০২-০৮-২০১৮ খ্রিঃ হতে ৩১-১০-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ২ মাস ২৯ দিন অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ২৫-০২-২০১৯ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৬.২০১৯-৮৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার জবাব পরীক্ষান্তে বিধান অনুযায়ী তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

ডাঃ মোঃ আল-আমিন, মিয়াজী (১৩২৩২২), অসুস্থতার কথা উল্লেখ করেন এবং এর সপক্ষে তিনি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি দাখিল করেছেন;

সেহেতু, ডাঃ মোঃ আল-আমিন মিয়াজী (১৩২৩২২), মেডিকেল অফিসার, ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল, মাগুরার কারণ দর্শানোর জবাব ও কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদত্ত ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল), ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। তার অনুপস্থিতকালীন সময়কে গত ০২-০৮-২০১৮ খ্রিঃ হতে ৩১-১০-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ২ মাস ২৯ দিন পর্যন্ত বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৬.২০১৯-২১২**—যেহেতু, ডাঃ শামীম আরা বেগম (৪৩৪৩৫), জুনিয়র কনসালটেন্ট, গাইনী, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নন্দীগ্রাম, বগুড়া গত ০৪-১০-২০১৮ খ্রিঃ হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ২৫-০২-২০১৯ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৬.২০১৯-৮৪ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার জবাব পরীক্ষান্তে বিধান অনুযায়ী তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

ডাঃ শামীম আরা বেগম (৪৩৪৩৫), অসুস্থতাসহ পারিবারিক বিভিন্ন অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন এবং এর সপক্ষে তিনি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি দাখিল করেছেন;

সেহেতু, ডাঃ শামীম আরা বেগম (৪৩৪৩৫), জুনিয়র কনসালটেন্ট, গাইনী, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নন্দীগ্রাম, বগুড়ার কারণ দর্শানোর জবাব ও কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদত্ত ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল), ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। তার অনুপস্থিতকালীন সময়কে ০৪-১০-২০১৮ হতে ২৪-১১-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে কোনো বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শেখ রফিকুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)।

আদেশাবলি

তারিখ : ২৭ মার্চ ২০১৯ খ্রিঃ

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬৫.২০১৮-২১৮**—যেহেতু ডাঃ এ, এইচ, এম, ইমরুল তারেক (১৩১৪৬৮), আবাসিক সার্জন, ক্যাজুয়ালটি, শহীদ তাজ উদ্দিন আহমেদ মেডিকেল হাসপাতাল, গাজীপুর গত ১৩-০৫-২০১৫ খ্রিঃ হতে ১৫-০১-২০১৭ পর্যন্ত ১ বছর ৮ মাস ০২ দিন কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত ছিলেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ২৫-১০-২০১৮ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১. ০০.০৬৫.২০১৮-৩৮৪ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১২-০২-২০১৯ খ্রিঃ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ এ, এইচ, এম, ইমরুল তারেক (১৩১৪৬৮), ব্যক্তিগত শুনানীতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দন্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু ডাঃ এ, এইচ, এম, ইমরুল তারেক (১৩১৪৬৮), আবাসিক সার্জন, ক্যাজুয়ালটি, শহীদ তাজ উদ্দিন আহমেদ মেডিকেল হাসপাতাল, গাজীপুর এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তার ২টি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ২ বছরের জন্য স্থগিত করার লঘুদন্ড আরোপ করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো। তার গত ১৩-০৫-২০১৫ খ্রিঃ হতে ১৫-০১-২০১৭ পর্যন্ত ১ বছর ৮ মাস ০২ দিন কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতির সময়কাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল। তিনি ভবিষ্যতে কোনো বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২৮ মার্চ ২০১৯ খ্রিঃ

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৩.২০১৭-২২৪**—যেহেতু, ডাঃ সাঈদা রহিম (৪১১৫৭), সহযোগী অধ্যাপক, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্তঃ শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ গত ১৭-০১-২০১৮ খ্রিঃ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ১৭-০১-২০১৯ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১. ০০.০০৩.২০১৯-৩১ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১২-০২-২০১৯ খ্রিঃ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ সাঈদা রহিম (৪১১৫৭), ব্যক্তিগত শুনানীতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দন্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, ডাঃ সাঈদা রহিম (৪১১৫৭), সহযোগী অধ্যাপক, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্তঃ শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তার ১টি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ১ বছরের জন্য স্থগিত করার লঘুদন্ড আরোপ করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো। তার ১৭-০১-২০১৮ থেকে ১৯-০২-২০১৯ পর্যন্ত মোট ১ বছর ১ মাস ২ দিন কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতির সময়কাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল। তিনি ভবিষ্যতে কোনো বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব।

আদেশ

তারিখ : ২৮ মার্চ ২০১৯ খ্রিঃ

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯৩.২০১৮-২২৫**—যেহেতু, ডাঃ পারভীন বানু (৩৭২০১), মেডিকেল অফিসার, ইএনটি বহিঃ বিভাগ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকের কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা (১৩-১০-২০১৮ তারিখ থেকে পিআরএল ভোগরত) গত ০৭-১২-১৯৯১ খ্রিঃ হতে ০৮-০৬-১৯৯৬ খ্রিঃ পর্যন্ত (মোট ৪ বছর ৬ মাস ১ দিন) বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ২৩-১২-২০১৮ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯৩.২০১৮-৪৭৭ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার জবাব পরীক্ষান্তে বিধান অনুযায়ী তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

ডাঃ পারভীন বানু (৩৭২০১) বর্তমানে পিআরএল এ আছেন এবং তার ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক বিবেচিত হয়েছে। তিনি বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির বিষয়ে কাগজপত্রাদি দাখিল করেছেন;

সেহেতু, ডাঃ পারভীন বানু (৩৭২০১), মেডিকেল অফিসার, ইএনটি বহিঃবিভাগ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা (১৩-১০-২০১৮ তারিখ থেকে পিআরএল

ভোগরত) এর কারণ দর্শানোর জবাব ও কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদত্ত ব্যক্তিগত শুনানি সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল), ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। তার অনুপস্থিতকালীন সময়কে ০৭-১২-১৯৯১ খ্রিঃ হতে ০৮-০৬-১৯৯৬ খ্রিঃ পর্যন্ত (মোট ৪ বছর ৬ মাস ১ দিন) পর্যন্ত বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব।

আদেশাবলি

তারিখ : ৩১ মার্চ ২০১৯ খ্রিঃ

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮৭.২০১৮-২৩৪**—যেহেতু, ডাঃ আসমা আক্তার (১৩৫০৪৪), ডেন্টাল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বুড়িচং, কুমিল্লা গত ৩০-০৭-২০১৭ খ্রিঃ হতে ০১-০৬-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ৩০৬ (তিনশত ছয়) দিন কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত ছিলেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ২৫-১০-২০১৮ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮৭.২০১৮-৩৮৩ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১২-০২-২০১৯ খ্রিঃ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ আসমা আক্তার (১৩৫০৪৪), ব্যক্তিগত শুনানীতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দন্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, ডাঃ আসমা আক্তার (১৩৫০৪৪), ডেন্টাল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বুড়িচং, কুমিল্লা এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তার ২টি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ২ বছরের জন্য স্থগিত করার লঘুদন্ড আরোপ করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। তার গত ৩০-০৭-২০১৭ খ্রিঃ হতে ০১-০৬-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ৩০৬ (তিনশত ছয়) দিন কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতির সময়কাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭০.২০১৮-২৪৫**—যেহেতু, জনাব, মোঃ শফিকুল ইসলাম, প্রাক্তন ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক (বর্তমানে সহকারী পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর) গত ২১-০৭-২০০৯ খ্রিঃ Rid Pharma Ltd. এর প্রস্তুতকৃত Temset suspension (paracetamol), Ridaplex syp (Vitamin B complex) এর নমুনা হিসেবে একটি করে বোতল সংগ্রহ করে সরকারি টেষ্টিং ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। যেহেতু, ড্রাগ আইন অনুযায়ী ০৪ (চার)টি স্যাম্পল সংগ্রহের বিধান থাকলেও তিনি তা সংগ্রহের চেষ্টা না করে অসৎ উদ্দেশ্যে ড্রাগ আইনের ২৩ ধারা ভংগ করে একটিমাত্র বোতল সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে প্রেরণ করেন। যেহেতু, তিনি উক্ত ঔষধের নমুনা পরীক্ষা সংক্রান্ত সরকারি বিশ্লেষকের প্রতিবেদন সংগ্রহ না করে দায়িত্বে অবহেলার মাধ্যমে ড্রাগ আইনের ২৫ ধারা লঙ্ঘন করেছিলেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩ (বি) বিধি মোতাবেক 'অদক্ষতা' ও 'অসদাচরণ' এর দায়ে ২১-০৮-২০১৭ তারিখের ৩৮০ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলামকে ২৩-০৮-২০১৭ তারিখের ৩৮৩ নম্বর স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১(১) বিধি মোতাবেক সরকারি চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন। গত ১২-০২-২০১৯ খ্রিঃ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম ব্যক্তিগত শুনানীতে জানান যে, যে কোম্পানীটি ঔষধ নিয়ে অত্র মামলা সে কোম্পানীর মালিক ও কোম্পানীর কর্মচারীকে আদালত ইতোমধ্যে খালাস প্রদান করেছে এবং ঔষধের কয়টি স্যাম্পল নিতে হবে তারও নির্দেশনা ছিলনা, তার পক্ষে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করার পরও কোন স্যাম্পল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, তার কোনো খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না, যে স্যাম্পলটি পেয়েছেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তর করেন, বিগত সময়েও তিনি সুনামের সাথে চাকুরী করেছেন এবং বর্তমানেও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। যেহেতু, তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবী করেন এবং প্রথম বারের মত বিধায় মার্জনাপূর্বক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার ও বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

যেহেতু, তিনি প্রয়োজনীয় স্যাম্পল সংগ্রহ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন, একটি স্যাম্পল যেহেতু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করতে সমর্থ হন এবং সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় সে প্রয়োজনীয় স্যাম্পল সংগ্রহ করা হতে বিরত থাকার বিষয়ে তার কোন অসৎ উদ্দেশ্য/গাফিলতি বা সরকারি আদেশ অমান্যের প্রমাণ উপস্থাপন হয়নি। অভিযুক্তের বক্তব্য ও নথিতে সংযুক্ত কাগজপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অদক্ষতা ও অসদাচরণ অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় না। তবে সার্বিক বিবেচনায় ঔষধ সেক্টরের মত স্পর্শকাতর, জনসম্পৃক্ত ও জনগুরুত্বপূর্ণ ইত্যাদি অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩ (বি) বিধি মোতাবেক 'অদক্ষতা' ও 'অসদাচরণ' (বর্তমানে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) মোতাবেক 'অদক্ষতা' ও 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ

উপস্থাপিত না হলেও শেষ সুযোগ হিসেবে এবং ভবিষ্যতে তিনি আরও সুচারুভাবে দায়িত্ব পালনে নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন, কোন প্রকার গাফিলতি/অবহেলা করবেন না এইরূপ লিখিত অংগীকার দেয়ার শর্তে উক্ত বিধিমালার ৪(২)(ক) ধারা অনুযায়ী তাকে "তিরস্কার" লঘুদন্ড প্রদান করা হলো এবং তার বিরুদ্ধে আনীত "সাময়িক বরখাস্ত" এর আদেশ প্রত্যাহারসহ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতিঅন্তে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় চাকুরীকাল হিসেবে গণ্য হবে।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭০.২০১৮-২৪৬**—যেহেতু, জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, প্রাক্তন ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক (বর্তমানে উপপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর) গত ২১-০৭-২০০৯ খ্রিঃ Rid Pharma Ltd. এর প্রস্তুতকৃত Temset suspension (paracetamol), Ridaplex syp (Vitamin B complex) এর নমুনা হিসেবে একটি করে বোতল সংগ্রহ করে সরকারি টেষ্টিং ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। যেহেতু, ড্রাগ আইন অনুযায়ী ০৪ (চার)টি স্যাম্পল সংগ্রহের বিধান থাকলেও তিনি তা সংগ্রহের চেষ্টা না করে অসৎ উদ্দেশ্যে ড্রাগ আইনের ২৩ ধারা ভংগ করে একটিমাত্র বোতল সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে প্রেরণ করেন। যেহেতু, তিনি উক্ত ঔষধের নমুনা পরীক্ষা সংক্রান্ত সরকারি বিশ্লেষকের প্রতিবেদন সংগ্রহ না করে দায়িত্বে অবহেলার মাধ্যমে ড্রাগ আইনের ২৫ ধারা লঙ্ঘন করেছিলেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩ (বি) বিধি মোতাবেক 'অদক্ষতা' ও 'অসদাচরণ' এর দায়ে ২১-০৮-২০১৭ তারিখের ৩৭৯ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ আলতাফ হোসেনকে ২৩-০৮-২০১৭ তারিখের ৩৮২ নম্বর স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১(১) বিধি মোতাবেক সরকারি চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন। গত ১২-০২-২০১৯ খ্রিঃ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন ব্যক্তিগত শুনানীতে জানান যে, যে কোম্পানীটি ঔষধ নিয়ে অত্র মামলা সে কোম্পানীর মালিক ও কোম্পানীর কর্মচারীকে আদালত ইতোমধ্যে খালাস প্রদান করেছে এবং ঔষধের কয়টি স্যাম্পল নিতে হবে তারও নির্দেশনা ছিল না, তার পক্ষে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করার পরও আর কোন স্যাম্পল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, তার কোন খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না, যে স্যাম্পলটি পেয়েছেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তর করেন, বিগত সময়েও তিনি সুনামের সাথে চাকুরী করেছেন এবং বর্তমানেও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। যেহেতু, তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবী করেন এবং প্রথমবারের মত বিধায় মার্জনাপূর্বক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার ও বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

যেহেতু, তিনি প্রয়োজনীয় স্যাম্পল সংগ্রহ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন, একটি স্যাম্পল যেহেতু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করতে সমর্থ হন এবং সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় সে প্রয়োজনীয় স্যাম্পল সংগ্রহ করা হতে বিরত থাকার বিষয়ে তার কোন অসৎ উদ্দেশ্য/গাফিলতি বা সরকারি আদেশ অমান্যের প্রমাণ উপস্থাপন হয়নি। অভিযুক্তের বক্তব্য ও নথিতে সংযুক্ত কাগজপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অদক্ষতা ও অসদাচরণ অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় না। তবে সার্বিক বিবেচনায় ঔষধ সেক্টরের মত স্পর্শকাতর, জনসম্পৃক্ত ও জনগুরুত্বপূর্ণ ইত্যাদি অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩ (বি) মোতাবেক 'অদক্ষতা' ও 'অসদাচরণ' (বর্তমানে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অদক্ষতা' ও 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ উপস্থাপিত না হলেও শেষ সুযোগ হিসেবে এবং ভবিষ্যতে তিনি আরও সুচারুভাবে দায়িত্ব পালনে নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন, কোনোপ্রকার গাফিলতি/অবহেলা করবেন না এইরূপ লিখিত অংগীকার দেয়ার শর্তে উক্ত বিধিমালার ৪(২)(ক) ধারা অনুযায়ী তাকে "তিরস্কার" লঘুদন্ড প্রদান করা হলো এবং তার বিরুদ্ধে আনীত "সাময়িক বরখাস্ত" এর আদেশ প্রত্যাহারসহ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতিঅন্তে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় চাকুরীকাল হিসেবে গণ্য হবে।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব।